অত্যন্ত মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুকির বিরুদ্ধে নতুন টিকা তৈরির জন্য নিপাহ রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তিদের নিয়ে গবেষণা

• দ্যা কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশনস (সেপি) বাংলাদেশে আইসিডিডিআর,বি-র সাথে তার অংশীদারিত্ব বিস্তৃত করবে এবং নিপাহ ভাইরাস সম্পর্কে অধিকতর গবেষণার জন্য অতিরিক্ত ১ মিলিয়ন ডলার তহবিল প্রদান করবে।

• মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে এমন মারাত্মক সংক্রমণগুলির মধ্যে একটি হল নিপাহ ভাইরাস, বর্তমানে এর জন্য অনুমোদিত কোন ভ্যাকসিন নেই।

• গবেষণাটি প্রয়োজনীয় কিছু টুলস তৈরীতে সাহায্য করবে যা ভবিষ্যতে সেপি অনুমোদিত এবং অন্যান্য নিপাহ টিকার ক্লিনিকাল ট্রায়াল ও পর্যালোচনার সহায়ক হবে।

ঢাকা, বাংলাদেশ এবং অসলো, নরওয়ে, ১৫ মার্চ ২০২২ - আইসিডিডিআর,বি-র নেতৃত্বে এবং দ্যা কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশনস (সেপি) এর অর্থায়ন ও সমর্থনে একটি নতুন গবেষণা শুরু হতে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত মারাত্মক নিপাহ সংক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া কয়েকজনের অংশগ্রহণে ভাইরাসের বিরুদ্ধে মানুষের শরীরের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে এবং তার মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিপাহ ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে সহায়তা করবে।

পঞ্চাশ জনেরও অধিক নিপাহ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগী এ গবেষণায় অংশগ্রহণ করবে, যার লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী নিপাহ প্রাদুর্ভাবের কারনে ভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরী হওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা চিহ্নিত করা - এবং সময়ের সাথে সাথে কীভাবে তার পরিবর্তন হয় তা জানার চেষ্টা করা। এই নতুন তথ্য ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা, চিকিত্সা এবং ভ্যাকসিনের জন্য টুলস তৈরী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে। এই গবেষণাটি বাংলাদেশে পরিচালিত হবে, যেখানে প্রায় প্রতি বছরই নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে।

এই গবেষণাটি পরিচালনার জন্য সেপি ৯৮০,০০০ ডলার সহায়তা প্রদান করবে। সেপি ইতিমধ্যেই মালয়েশিয়ায় ইউনিভার্সিটি অফ মালয়ার সাথে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তিদের নিয়ে অনুরূপ কার্যক্রম চালাচ্ছে। আইসিডিডিআর,বি-এর এই গবেষণা নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাকে বৃদ্ধি করবে এবং একই সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিষয়ক তথ্য উপাত্ত নথিভুক্ত করবে এবং মালয়েশিয়ার আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিপাহ স্ট্রেইনের সাথে তুলনা করা হবে।

নিপাহ টিকা/ভ্যাকসিন তৈরীর পদক্ষেপ

এই ভাইরাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পাশাপাশি, নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের থেকে প্রাপ্ত বায়োলজিকাল উপাদানগুলি নিপাহ ভ্যাকসিনের আসন্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্লিনিকাল ট্রায়াল যা কিনা ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার টুলস, এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মানদন্ড উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে।

সেপি-এর লক্ষ্যমাত্রা, মহামারী প্রস্তুতি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ঘোষিত ৩.৫ বিলিয়ন ডলার, নিপাহ ভাইরাসের ভ্যাকসিনের গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য ধাবিত করা। সেপি-কে এখন পর্যন্ত চারটি সম্ভাব্য নিপাহ ভ্যাকসিনর জন্য ইতোমধ্যে ১০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে একাডেমিয়া এবং ইনডাস্ট্রি অর্ন্তভুক্তঃ Auro Vaccines and PATH, Public Health Vaccines, the University of Tokyo, এবং University of Oxford | Auro Vaccines and PATH এবং Public Health Vaccines দ্বারা উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনই বিশ্বের প্রথম যা মানব দেবে (ফেইস ১) ট্রায়াল চলোমান।

গবেষণার টুলস এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার স্ট্যান্ডার্ডগুলি - ইউকে মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট রেগুলেটরি এজেন্সি (এমএইচআরএ) যাদের বায়োলজিকাল স্ট্যান্ডার্ড দক্ষতা আছে এমন বিজ্ঞানীদের সমন্বয় করে প্রস্তুত করা হয়েছে, এই অ্যাসেস এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার স্ট্যান্ডার্ডগুলি সেপি-অর্থায়িত এবং অন্যান্য নিপাহ ভ্যাকসিন ডেভেলপারদের প্রোগ্রামগুলিকে অগ্রসর করতে সহায়তা করবে।

এই প্রকল্পের জন্য সেপি-এর অর্থায়ন যা কিনা ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং নতুন নিপাহ বা আসন্ন সংক্রামক রোগের নতুন প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের স্থানীয় পরীক্ষাগারের সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা করবে। সেপি-র লক্ষ্যমাত্রা যা কিনা আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর বৈশ্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সেপি-র গবেষণা এবং উন্নয়ন শাখার নির্বাহি পরিচালক ডাঃ মেলানি স্যাভিল বলেছেন, "চলমান কোভিড-১৯ সংকট থেকে আমারা বুঝতে পারি যে, যে সব মানুষেরা সংক্রমিত হয়েছে তাদের শরীরে এই ভাইরাস কিভাবে কাজ করে বা এই ভাইরাস শরীরে কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় সে সম্পর্কে গবেষণা অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারে"। এই ধরণের তথ্য ভ্যাকসিনের মতো জীবন রক্ষাকারী টুলস তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

"বাংলাদেশের বিশ্ব-নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর,বি-র সাথে এই নতুন গবেষণাটি নিপাহ ভ্যাকসিনের উন্নয়নে অগ্রসর হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যত ভ্যাকসিনের লাইসেন্সকে সমর্থন করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাদান সরবরাহ করবে। মহামারী প্রস্তুতির অগ্রগতি এবং এই অত্যন্ত মারাত্মক হুমকির ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অংশ নেওয়া নিপাহ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।"

আইসিডিডিআর,বি-এর নির্বাহী পরিচালক ডাঃ তাহমিদ আহমেদ বলেন: "ভ্যাকসিন গবেষণায় আইসিডিডিআর,বি-র পাঁচ দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং কলেরা, টাইফয়েড, রোটাভাইরাস, হাম, পোলিও, নিউমোনিয়া ডেঙ্গু, এইচপিভি সহ অনেক ভ্যাকসিনের উন্নয়ন ও লাইসেন্স অর্জনে প্রতিষ্ঠাটি বিশেষ অবদান রেখেছে।

"বাংলাদেশ সরকারের সাথে অংশীদারিত্বে আমরা প্রাণী থেকে মানুষে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায় সনাক্তকরণ, রোগের কারণ-অনুসন্ধান ও সংক্রমণ গতিশীলতা, এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় খুঁজে বের করতে বিশ্বের দীর্ঘতম নিপাহ ভাইরাস সার্ভিল্যান্স পরিচালনা করছি।

"আমরা নতুন জ্ঞান এবং প্রমাণাদী সংগ্রহের এই মহান উদ্যোগের একটি অংশ হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত, যা সম্ভাব্য বৈশ্বিক মহামারী অবস্থা তৈরির ক্ষমতা সম্পন্ন নিপাহ রোগের বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন উন্নয়নে সহায়তা করবে এবং অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচাবে।

"আমি বিশ্বাস করি এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে আমরা যে কাজটি করছি তা আরও শক্তিশালী হবে। আমি এই সুযোগের জন্য আমি সেপি-র প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

ডাঃ মার্ক বেইলি, চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার, ইউকে মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট রেগুলেটরি এজেন্সি, বলেছেন: "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এবং অন্যান্য রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল তৈরির জন্য আইসিডিডিআর,বি-র সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপকরণগুলি সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন, বিশেষ ভাবে এই ক্ষেত্রে।

ভ্যাকসিন কেনডিডেড ইমিউন রেসপন্স সঠিক পরিমাপের জন্য অ্যাসেস এর মানগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই উদ্যোগটি নিপাহ ভ্যাকসিন উন্নয়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যাকে রক্ষা করবে এবং আমরা এই মূল প্রকল্পে আইসিডিডিআর,বি এর সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।"

একটি মারাত্মক ভাইরাল হুমকি

নিপাহ ভাইরাস মানুষকে সংক্রমিত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক প্যাথোজেনগুলির মধ্যে একটি। প্যারামিক্সোভাইরাস পরিবারের একজন সদস্য, টেরোপাস বাদুড় (ফ্লায়িং ফক্সসেস)-এর মাধ্যমে ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এছাড়াও সংক্রামিত শূকর, সংক্রামিত মানুষ, বা বাদুড়ের কামড়ানো ফল বা খেজুরের রসের মতো দূষিত খাবারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত হওয়ার ফলে দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে, শ্বাসযন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং এর ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ৪০ থেকে ৭৫% অনুমান করা হয়।

১৯৯৮/১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে এর শনাক্ত হওয়ার পর থেকে, ভাইরাসটি বাংলাদেশ, ভারত এবং ফিলিপাইনে বিক্ষিপ্তভাবে এবং অপ্রত্যাশিত রকমের প্রাদুর্ভাবের দেখা গেছে - যা হাজার কিলোমিটার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং ওশেনিয়া অঞ্চল জুড়ে টেরোপাস বাদুড় পাওয়া গেছে যেখানে দুই বিলিয়নেরও বেশি লোকের বাসস্থান রয়েছে, এমন উদ্বেগও রয়েছে যে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ভবিষ্যতে আরও অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে।

এছাড়াও উদ্বেগ রয়েছে যে প্যারামিক্সোভাইরাস পরিবারের মধ্যে হতে ভবিষ্যতের একটি ভাইরাসের জন্য বিশ্বকে প্রস্তুত করা উচিত যা কিনা নিপাহ ভাইরাসের মতো মৃত্যুর হার এবং ভাইরাল পরিবারের আরেকটি সদস্য হামের মতো সংক্রমিত হতে পরে।

#

মিডিয়া যোগাযোগ

সেপি
ইমেল: press@cepi.net
টেলিফোন: +৪৪ ৭৩৮৭ ০৫৫২১৪

আইসিডিডিআর,বি
একেএম তারিফুল ইসলাম খান
সিনিয়র ম্যানেজার, যোগাযোগ
ইমেইল: tariful.islam@icddrb.org
টেলিফোন: +৮৮ ০১৭৫৫৫ ৮৮১২৮